



50684 - চয়োরবে বসে নামায পড়া সংক্রান্ত মাসায়লে ও বধিবিধিান

প্রশ্ন

তারাবীর নামাযে কিছু মুসল্লির চয়োর প্রয়োজন হয়। আমরা জনেছে যি, চয়োরবে পছিনরে পা-গুলো কাতাররে সমান্তরালে রাখা হব; যদি গোটো নামাযকালীন সময়ে চয়োরবে বসে নামায পড়নে। কনিতু প্রশ্ন হলো নমিনোকত অবস্থাগুলো সম্পর্কে:

১। যবে ব্যক্তি কবেল দাঁড়ানোর সময়টুকু চয়োরবে বসে?

২। যবে ব্যক্তি রুকু, সজেদা কথিবা তাশাহুদরে সময় চয়োরবে বসে?

৩। যবে ব্যক্তি নামাযরে বক্ষিপ্ত অংশে চয়োরবে বসে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

কয়াম, রুকু ও সজেদা নামাযে রুকন (আবশ্যকীয় কাঠামো)। যবে ব্যক্তির সক্ষমতা আছে তার জন্য শরয়িতরে বর্ণতি কাঠামো অনুযায়ী এগুলো পালন করা ওয়াজবি (আবশ্যকীয়)। আর যবে ব্যক্তি রোগরে কারণে কথিবা বয়সরে কারণে অক্ষম সেই ব্যক্তি ভূমতি কথিবা চয়োরবে বসতে পারনে।

আল্লাহ তাআলা বলনে: “তোমরা নিয়মতিভাবে নামাযরে হফেযত কর। বিশেষতঃ মধ্যবর্তী নামায। আর আল্লাহর প্রতিনিয়াবনত হয়ে দাঁড়াও।”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৩৮]

ইমরান বনি হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে যবে, তিনি বলনে: “আমার অর্শ রোগ ছিল। সবে প্রসঙগে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামাযরে ব্যাপারে জিজ্ঞেসে করছেলাম। তিনি বলনে: তুমি দাঁড়িয়ে নামায পড়বে; যদি দাঁড়াতো না পার তাহলে বসে পড়বে। যদি বসতে না পার তাহলে কাত হয়ে শুয়ে নামায পড়বে।”[সহহি বুখারী (১০৬৬)]

ইবনে কুদামা আল-মাক্বদসি বলনে:

“আলমেগণ এই মরম ইজমা করছেন যবে, যবে ব্যক্তি দাঁড়াতো পারনে না সবে বসে নামায পড়বে।”[আল-মুগনী (১/৪৪৩)]



ইমাম নববী বলেন:

“উম্মাহ এই মরম্বে ইজমা করছে— যবে ব্যক্তি ফরয নামাযে দাঁড়াতে অক্ষম সবে বসে নামায পড়বে; তাকে নামায পুনরায় পড়তে হবে না। আমাদরে মাযহাবরে আলমেগণ বলেন: দাঁড়িয়ে নামায পড়ার সওয়াব থেকে তার সওয়াব কম হবে না। কেননা সেই ব্যক্তি ওজরগ্রস্ত। সহহি বুখারীতে সাব্যস্ত হয়ছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যদি কোন বান্দা অসুস্থ হয় কথিবা সফরে থাকে সবে সুস্থ ও মুকীম অবস্থায় যবে আমল করত তার জন্য তাই লখে হবে।” [আল-মাজমু’ গ্রন্থে (৪/২০১)]

শাওকানী বলেন:

“ইমরান (রাঃ) এর হাদিসি প্রমাণ করে যে, যবে ব্যক্তির কোন ওজর ঘটছে, যার কারণে সবে দাঁড়াতে পারে না; তার জন্য বসে নামায পড়া জায়যে এবং যবে ব্যক্তির এমন কোন ওজর ঘটছে যার কারণে সবে বসতে পারে না; তার জন্য কাত হয়ে শুয়ে নামায পড়া জায়যে।” [নাইলুল আওতার (৩/২৪৩)]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন:

“মুসলমানগণ এই মরম্বে একমত যে, যবে মুসল্লি নামাযেরে কিছু ওয়াজবি আদায় করতে অক্ষম; যমেন- দাঁড়ানো, তলোওয়াত করা, রুকু করা, সজেদা করা, সতর ঢাকা কথিবা ক্ববিলামুখী হওয়া ইত্যাদি তাহলে সবে যা করতে অক্ষম সটো তার উপর থেকে মওকুফ হবে।” [মাজমুউল ফাতাওয়া (৮/৪৩৭) থেকে সমাপ্ত]

উপরোক্ত আলোচনার প্রক্ষেপিতে যই ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম হওয়া সত্ববেও বসে নামায পড়ে তার নামায বাতলি।

দুই:

এ বিষয়ে সতরক থাকা বাঞ্ছনীয়: যবে ব্যক্তি দাঁড়ানো ত্যাগ করার ক্ষত্রে ওজরগ্রস্ত; তার এই ওজর তার জন্য রুকু-সজেদাকালে চয়োরবে বসাকে বধে করবে না।

নামাযেরে ওয়াজবিসমূহেরে ক্ষত্রে বধি হলে: মুসল্লি যতটুকু করার সক্ষমতা রাখনে ততটুকু করা তার উপর ওয়াজবি। আর যা করতে অক্ষম ততটুকু তার উপর থেকে মওকুফ হবে।

যবে ব্যক্তি দাঁড়াতে অক্ষম তার জন্য দাঁড়ানোর সময় চয়োরবে বসা জায়যে হবে; সবে রুকু-সজিদা সঠিকি কাঠামোতে আদায় করবে। আর যদি দাঁড়াতে সক্ষম হয়; কনিতু রুকু-সজেদা দিতে কষ্ট হয়; তাহলে দাঁড়িয়ে নামায পড়বে, এরপর রুকু-সজেদাকালে চয়োরবে বসবে। এবং সজেদাকালে মাথাকে রুকুর চয়ে বশে নিয়োবে।



দেখুন: 9307 নং প্রশ্নোত্তর।

ইবনে কুদামা আল-মাক্বদসি বলেন:

“যে ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম, রুকু কথিবা সজেদা দিতে অক্ষম: তার জন্য দাঁড়ানো মওকুফ হবে না। সে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। ইশারাতে রুকু করবে। এরপর বসবে এবং ইশারাতে সজেদা করবে। এটি ইমাম শাফয়েি বলছেন...। আল্লাহ তাআলার এ বাণী: “আর আল্লাহর প্রতি বনিয়বনত হয়ে দাঁড়াও”। এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “তুমি দাঁড়িয়ে নামায পড়বে”-র প্রক্ষেপিতে। তাছাড়া যে ব্যক্তির দাঁড়ানোর সক্ষমতা আছে তার জন্য এটি রুকন (আবশ্যকীয় কাঠামো)। তাই তলোওয়াতের মত এটি পালন করা আবশ্যকীয়। অন্য কোনটি পালনে অক্ষম হওয়া এটি মওকুফ হওয়াকে অনবির্য করে না; যমেনভাবে কটে যদি তলোওয়াত করতে অক্ষম হয়।”[আল-মুগনী (১/৪৪৪) থেকে সংক্ষেপে সমাপ্ত]

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায (রহঃ) বলেন:

যে ব্যক্তি ভূমিতে বসে বা চায়ের বসে নামায পড়ে তার উপর আবশ্যিক হলো: তার সজেদাকে রুকুর চয়ে নীচু করা। সুন্নাহ হলো: রুকুর সময় সে তার হাতদ্বয় তার হাঁটুর উপর রাখবে। আর সজেদা অবস্থায় ওয়াজবি হলো: সক্ষম হলে হাতদ্বয় ভূমিতে রাখা। আর সক্ষম না হলে হাতদ্বয় হাঁটুর উপর রাখা। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি বলেন: “আমাকে আদশে দয়োগে সাতটি হাড্ডির উপর সজেদা করতে: কপাল, তিনি নাকেরে দকি ইশারা করনে, হাতদ্বয়, হাঁটুদ্বয় এবং পায়ের আঙুলের উপর।”

যে ব্যক্তি এভাবে করতে অক্ষম হওয়ায় চায়েরে বসে নামায আদায় করে তাতে কোন আপত্তি নাই। দলিল হলো আল্লাহ তাআলার বাণী: “তোমরা আল্লাহকে সাধ্যানুযায়ী ভয় কর”। এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “আমি যখন তোমাদেরকে কোন আদশে করি তখন তোমরা সাধ্যানুযায়ী সটে পালন কর।”[সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম][ফাতাওয়া বনি বায (১২/১৪৫, ১৪৬)]

তনি:

চায়ের কাতারে রাখা: আলমেগণ উল্লেখ করেছেন যে, যে ব্যক্তি বসে নামায পড়ে তার ক্ষতেরে ধর্তব্য হলো: তার নতিম্ব কাতারেরে সমান্তরালে হওয়া; কাতার থেকে আগে বা পিছে না হওয়া। কোননা এটাই হলো সেই স্থান যখনে তার দহে স্থতিশীল হয়।

দেখুন: আসনাল মাতালবি (১/২২২), তুহফাতুল মুহতাজ (২/১৫৭), শারহু মুনতাহাল ইরাদাত (১/২৭৯)।

আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়াতে (৬/২১) এসছে:



“ইক্বতদি শূদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো (অর্থাৎ ইমামের পছন্দে মোক্তাদির ইক্বতদি): মোক্তাদি দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে ইমামের অগ্রবর্তী না হওয়া; এটি জিমহুর ফকিহবদি (হানাফি, শাফয়ি ও হাম্বলি) এর অভিমত।

অগ্রবর্তী হওয়া বা না-হওয়ার ক্ষেত্রে ধর্তব্য হলো: দণ্ডায়মান ব্যক্তির পায়ের গোড়ালি; আর তা হলো পায়ের পাতার পশ্চাদ্ভাগ; টাকনু নয়। যদি পায়ের গোড়ালি সমান্তরালে হয়; কিন্তু মোক্তাদির আঙুল লম্বা হওয়ায় সামনে চলে যায়; এতে অসুবিধা নাই...। আর উপবিস্ট্রে ক্ষেত্রে ধর্তব্য হলো নতিম্ব। আর শয়নরত ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার পার্শ্বদশে।”[সমাপ্ত]

তাই মুসল্লি যদি নামাযের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চয়োর বসে নামায পড়লে তাহলে তনি তার বসার স্থানকে কাতারের সমান্তরাল করবেন।

যদি তনি দাঁড়িয়ে নামায পড়লে; কিন্তু রুকু ও সজেদাকালে বসলে; এ সম্পর্কে আমরা ফায়লিতুশ শাইখ আব্দুর রহমান আল-বাররাককে জিজ্ঞেস করেছি: তনি বলেন: ধর্তব্য হবে দাঁড়ানো অবস্থা। অতএব, সেই ব্যক্তি দাঁড়ানো অবস্থাকে কাতারের সমান্তরাল করবেন। এই অভিমতের ভিত্তিতে তখন চয়োর কাতারের পছন্দে থাকবে। তবে এমন স্থানে হওয়া উচিত যাত করে পছন্দে মুসল্লির কষ্ট না পায়।

আল্লাহ তাআলাই সর্বজ্ঞ।